

যে এ তারিখেও নাকি পরীক্ষা হবে না। তবে সঠিক তারিখও কতক্ষণ দিতে পারছেন না।

এ প্রসঙ্গে জনৈক মহিলা আত্মীয়-
য়ার কথা বলছি। ভদ্র মহিলার নাকি
বাচ্চা হবে। তিনি হিসাব করে
বললেন, ফেব্রুয়ারীতে পরীক্ষা হলে
কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু
পরীক্ষা যখন মার্চ মাসের দুই
তারিখে চলে গেলো তখন তিনি
একটু বিচলিত হলেন। এবং বললেন
যে তাকে পরীক্ষা দিতে হলে অনেক
কষ্ট করে এখনই পড়াশোনা করতে
হবে। পরীক্ষার পূরপূরই বাচ্চা হলে
তেমন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি
পরীক্ষা আবার অনিশ্চিতভাবে
পিছিয়ে যায় তাহলে হয়তো পরীক্ষার
সময় তাকে হালফ্যামিলিতেই থাকতে

হবে। তাহলে পরীক্ষা কে দেবে?
অতএব, তার জীবনে হয়তো এম এ
পরীক্ষা আর নাও দেয়া হতে পারে।

—মোঃ শাহজাদা

৩৩০, জহুরুল হক হল,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্ষণিকা, আগারগাঁ, ঢাকা-১৫।

হয়তো হাল ফ্যামিলিতেই
থাকতে হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্বের
পরীক্ষা ডিসেম্বর মাস থেকে পিছিয়ে
ফেব্রুয়ারীর দুই তারিখে নেয়া হয়
তার পর আবার ফেব্রুয়ারী থেকে
মার্চ মাসের দুই তারিখে। এখন
আবার কর্মচারী ধর্মঘট, লাইব্রেরী
বন্ধ ইত্যাদি কারণে শোনা যাচ্ছে